ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন

কৃষিতে নব্য অভিযোজন পদ্ধতিঃ সিরাজগঞ্জের "বালুচরে চাষাবাদ"

সারসংক্ষেপঃ

"বালুচরে চাষাবাদ" একটি নতুন উদ্ভাবিত কৃষি পদ্ধতি যা মূলতঃ চর এলাকার কৃষির অভিযোজন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। ২০১১ সালে 'রিজলভ' প্রকল্প সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার পীরগাছা ও শানবান্ধা গ্রামে স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী "গণ কল্যাণ সংস্থা (জি কে এস)" এর মাধ্যমে প্রবর্তন করে। এই কেস স্টাডি প্রতিবেদনটি উন্নয়ন অন্বেষণের নিয়মিত প্রকাশিত প্রতিবেদন যা মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ফল। এই পর্যালোচনাটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনযাত্রার উপর বালুচরে চাষাবাদের প্রভাব এবং এর দুর্বলতা গুলো খুঁজে বের করার একটি প্রয়াস। গবেষণাটির ফলাফলকে কার্যত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনমানের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সফল অভিযোজন। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুবিধাভোগীর বালুচরে চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহনের ফলে অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হয়েছে। অন্যান্য চাষিদের তুলনায় তরমুজ চাষিরা বেশী উপকৃত হয়েছে এবং তিন মাসে তাদের মোট লাভের পরিমান ৮,৮১৫ টাকা। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি প্রধান মানদণ্ড অনুসারে দেখা যায় যে, সুবিধাভোগী কৃষকদের খাদ্য প্রাপ্যতা এবং খাদ্যের সুস্থ ব্যাবহারের উন্নয়ন হয়েছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক উন্নতি ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন রিজলভ প্রকল্পের অন্যতম মাইলফলক গুলোর একটি। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, উক্ত এলাকার গবেষণালব্ধ ফল থেকে বোঝা যায় যে, নারীরা আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিকভাবে আরো বেশী মর্যাদাশীল হয়েছে। গবেষণাপত্রটি বালুচরে চাষাবাদের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার দিকগুলো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সুপারিশ প্রদান করেছে।

ভুমিকাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে, বাংলাদেশের জনগন প্রতিনিয়ত নানা ধরনের দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা অন্যতম। এইসব দুর্যোগ একদিকে যেমন বিপুল প্রানহানি ঘটাচ্ছে তেমনি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির সম্মুখীন করছে।

যদিও নদীভাঙন বন্যার প্রভাবে ঘটে, বন্যা ও নদী ভাঙন মিলে ভুমিগঠন, ভূমিরূপের পরিবর্তন এবং বাস্তুসংস্থান সুস্থিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। চর গঠন মূলত নদীভাঙন, জলধারার অবস্থান পরিবর্তন, নদীগর্ভে তলানির প্রভাবের কারনে হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে চর মূলতঃ বালুময় বদ্বীপ যা অনুর্বর এবং অনুৎপাদনশীল ভুমি হিসেবে পরিগনিত হয়ে থাকে। বালুচরে পূর্বে কোনোরূপ চাষাবাদ হত না, কিন্তু 'প্রাকটিক্যাল অ্যাকসান' ও 'শিরি' যৌথ উদ্যোগে "রিভারব্যাঙ্ক ইরোসন প্রোজেক্ট" এর মাধ্যমে 'পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদ' চালু করায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। উক্ত প্রোজেক্টটি মূলত উত্তরাঞ্চলের দুটি নদী তিস্তা ও ধরলার বালুচরে চালুকৃত হয়।

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার খাসরাজবাড়ি ইউনিয়ন মূলত একটি চরপ্রধান এলাকা এবং এখানকার বেশিরভাগ কৃষিজমি সবসময় নদীভাঙন ঝুঁকিতে থাকে। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষ ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক (৩১-৫৫ শতাংশ), অধিকন্তু; বন্যা ও নদীভাঙনের ফলে এখানকার কৃষিজমি দিন দিন কমে আসছে। উক্ত সমস্যাগুলো বিবেচনায়, ২০১১ সালে 'রিজলভ' খাসরাজবাড়ি ইউনিয়নের পীরগাছা ও শানবান্ধা গ্রামে বালুচরে চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করে। এই পরীক্ষামুলক প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা "গণ কল্যাণ সংস্থা" মাধ্যমে বাস্তবায়ন

করা হয় এবং "উন্নয়ন অন্বেষণ" কারিগরি সহযোগী হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পটির অর্থায়ন করে অক্সফাম নভিব। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি "বালুচরে চাষাবাদ" এর উপর রিজলভ এর একটি প্রামাণ্য দলিল যা কতিপয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরুপঃ

- এই মডেলটি প্রয়োগের ফলে সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার মানের কিরুপ পরিবর্তন হয়েছে তা খুঁজে বের করা।
- অর্থনৈতিকভাবে বালুচরে চাষাবাদ কতটুকু লাভজনক তা খুঁজে বের করা।
- নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে মডেলটি কিভাবে নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখছে তা খতিয়ে দেখা।
- গবেষণার মাধ্যমে মডেলটির প্রতিবন্ধকগুলো খুঁজে বের করা এবং অধিকতর ভাল বাবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা।

গবেষণা এলাকার পরিস্থিতি বর্ণনাঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কাজিপুর উপজেলা রাজধানী ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কাজিপুরের আঞ্চলিক অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর এবং এখানকার ৬.৬৩ শতাংশ জনগন ভূমিহীন কৃষক। 'রিজলভ' এর "বালুচরে চাষাবাদ" এর প্রকল্প এলাকা পীরগাছা ও শানবান্ধা গ্রাম দুটি মূলতঃ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত চর এলাকা এবং খুবই ভাঙ্গনপ্রবন। মুল ভুমি থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রাম দুটির মানুষ বর্ষাকালে একরকম জনবিচ্ছিন্ন থাকে, সেসময় নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যই থাকে তাদের একমাত্র সম্বল। আবার খরার সময় অনুর্বরতার জন্য চরে তারা তেমন কোন কৃষিকাজ করতে পারে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গবেষণা এলাকার কৃষি পূর্বের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সে কারনেই এখানকার বেশীরভাগ সুবিধাভোগী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং প্রান্তিক ক্ষুদ্রচাষি যারা প্রতিনিয়ত নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এইসব বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় 'রিজলভ' উক্ত এলাকায় "বালুচরে চাষাবাদ" পদ্ধতি প্রনয়ন করে।

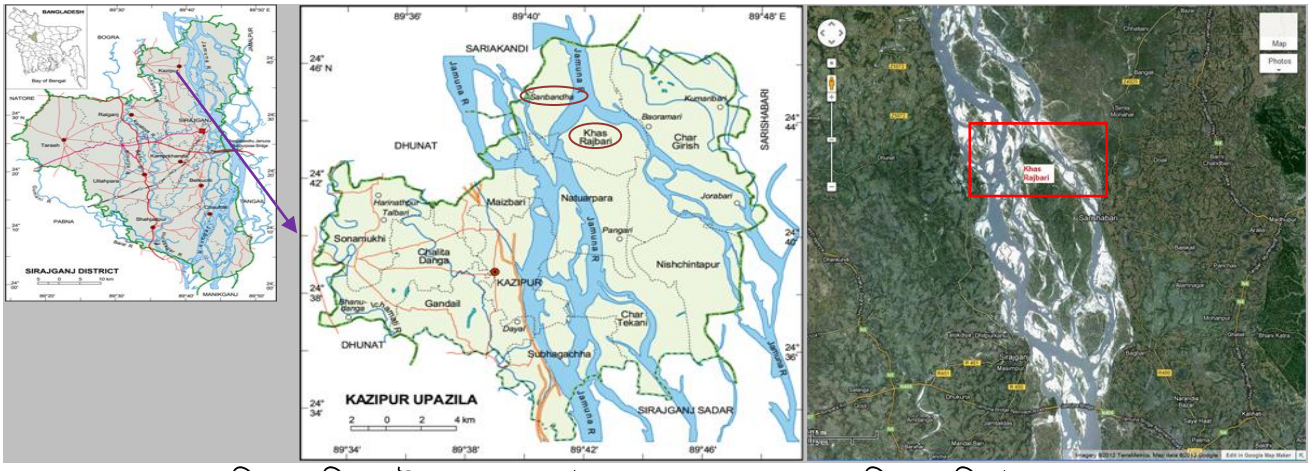

চিত্রঃ কাজিপুর উপজেলা ম্যাপ (গবেষণা এলাকাগুলো লাল চিহ্ন সম্বলিত)

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণাটি পুপোপুরি মাঠ জরিপ এবং মাঠ পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত উৎস হিসেবে প্রশ্নমালা জরিপ, দলগত আলোচনা (এফ.জি.ডি), সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রশ্নমালা জরিপের জন্য একটি প্রারম্ভিক, আলোচনামূলক প্রশ্নমালা ব্যাবহৃত হয়েছে। গবেষণাটি মোট ১০ জন সুবাধাভোগী কৃষক, ৩

জন আঞ্চলিক প্রতিনিধি (১ জন জনপ্রতিনিধি, ১ জন স্কুলশিক্ষক, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তি ১জন), এবং ৩ জন স্থানীয় কর্মসহযোগীর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

'কেস স্টাডি' বা প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রস্তুত এবং সফল সুবিধাভোগীদের সাক্ষাতকারের জন্য মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি এই মডেলের ত্রুটি এবং অসংগতিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বালুচরে চাষাবাদ মডেলঃ

মূলতঃ বাংলাদেশে নভেম্বর এর মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল এর মাঝামাঝি পর্যন্ত চর জেগে উঠে। চরভুমির মুল উপাদান বালু হওয়ায় এর পানিধারন ক্ষমতা কম এবং চাষাবাদ অযোগ্য। কিন্তু বালুচরে চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে, এই মরু বালুচর গুলোতে এখন বিভিন্ন রকমের শাক-শব্জি চাষ করা যায়। গাছের প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখার জন্য পিট বা গর্ত করে তাতে জৈব সার ব্যাবহার করে পানি ধরে রাখার ব্যাবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে ফলন প্রায় সমতলভুমির কাছাকাছি। নিম্নে একনজরে মডেলটির বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলোঃ

সুবিধা	নদীভাঙন প্রবন এলাকায় সৃষ্ট বালুচরে চাষাবাদ করার একটি নতুন প্রবর্তিত পদ্ধতি
উৎপাদিত পণ্য	মূলতঃ তরমুজ এবং মিষ্টি কুমড়া; তরমুজ একর প্রতি প্রায় ৯০০ টি, কুমড়া একর প্রতি প্রায় ৩ মেট্রিক টন।
সরবরাহকৃত উপাদান সমূহ	জৈবসার, ভাল মাটি, খড় বা কচুরিপানা রাসায়নিক সারঃ ইউরিয়া, টি এস পি, এম ও পি সেক্স ফেরমন কীটনাশক হিসেবে প্রয়োগকৃত হয়।
দরকারি প্রশিক্ষণ	উদ্বুদ্ধকরন সভা, জৈবসার প্রস্তুতি, সরাসরি চাষাবাদ প্রদর্শন
কারিগরি সহযোগিতা	বীজ, সার এবং নিয়মিত পরামর্শ
গুরুত্বপূর্ণ চালকবৃন্দ	কৃষক-কারিগরি সহযোগী-স্থানীয় সহযোগী (প্রথম পর্যায়- উদ্বুদ্ধকরন) ⟶ কৃষক-স্থানীয় সহযোগী (দ্বিতীয় পর্যায় - চাষাবাদ)⟶কৃষক (তৃতীয় পর্যায়- ফসল তোলার সময়)

তুলনামুলক বিশ্লেষণঃ

বর্তমান মডেলটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন মাপকাঠির বিচারে একটি আনন্য মডেল হিসাবে প্রান্তিক কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ পতিত বালুচরে চাষযোগ্যতা, বাড়তি ফাসল পাওয়া, পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ে মডেলটি অতীত আবস্থার তুলনায় অনেকখানি সফল এবং কার্যকরী। অতীত অবস্তার তুলনায় যে সকল ক্ষেত্রে মডেলটি সার্থক তা হল-

ক। <u>অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা</u>

অর্থনৈতিক বিচারে 'বালুচরে চাষাবাদ' মডেলটি অনেকখানি সফল। মডেলটি লাভ ক্ষতি বিচারে অনেকাংশে সফল হয়েছে। এর উৎপাদন খরচ ও প্রাপ্য লাভ হিসাব করলে এটি অন্যান্য কৃষি ফসলের তুলনায় অনেক আশাব্যাঞ্জক।

ফসলের ধরন	গড় আয় (টাকায়)	বীজ বাদে গড় খরচ (টাকায়)	নীট মুনাফা (টাকায়)
তরমুজ	২৪,৮৭৪.৭০/=	১৬,০৫৯.৭০/=	৮,৮১৫.০০/=
মিষ্টিকুমড়া	১৩,২৫৫.৩০/=	৬,১৮৬.৯০/=	৭,০৬৮.৪০/=
কাউন	৫,০০২.০০/=	৩,৬০৮.০০/=	১,৩৯৪.০০/=

*** সকল হিসাব তিন মাসের ভিত্তিতে করা হয়েছে*

খ। খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তার দিক দিয়ে মডেলটি আনন্য। এটি একদিকে যেমন পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে এটি ক্ষরা মৌসুমে বাড়তি ফসলেরে মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করছে।

গ। জীবিকার মানোন্নয়ন

জীবিকার ক্ষেত্রে মডেলটি যেমন এনেছে বৈচিত্রতা; তেমনি এর সুফল লাভে জীবিকা টেকসইতা ও উন্নতিও হচ্ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আগে যেখানে কৃষকরা দিনে দুই বেলা আহার করতেন, বার্তমা নে তারা তিন বেলা আহার করতে পারছেন। অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায়-এর মাধ্যমে কাজ করে তাদের প্রতিবেশীরাও লাভবান হচ্ছেন।

ঘ। নারীর ক্ষমতায়ন

মডেলটিতে দেখা যায় আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নারীরা পরিবারে তাদের অবস্থান অনেক বেশী মজবু ত করতে পেরেছে। আর এর মূল কারন বর্তমান মডেলের মাধ্যমে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সংসারে অবদান রাখতে পারছে। আগে যেখানে পরিবারে তাদের মতামতের কোন মুল্য ছিলনা, এখন সেখানে তাদের মতামতকে অনেক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

ঙ। সফল অভিযোজন পদ্ধতি

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরুপ প্রভাব গবেষণা এলাকায় প্রকট। আর এই সমস্যা সমাধানের লক্ষেই 'রিজলভ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে পতিত বালুচরে চাষাবাদ সফল মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

সমীক্ষা গল্প-১

সুবিধাভোগী কৃষকের নামঃ মোছাঃ তারাবানু

বয়সঃ ৩৫ বছর

মোছাঃ তারাবানুর বাড়ি সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানার খাসরাজবাড়ী গ্রামে। মোছাঃ তারাবানু বালূ চরে চাষাবাদ এর একজন সফল সুবিধাভোগী । তিনি আট মাস আগে এই মডেলে যুক্ত হন। মোছাঃ তারাবানু মডেলের মাধ্যমে মিষ্টি কুমড়া চাষ করেন। তিনি বলেন *"আগে এক ফসলের উপর নির্ভর করে সংসার চলতো, কিন্তু এখন বাড়তি ফসল পাওয়ায় আমি খুশী। এখন আর আমার সংসারে অভাব নেই"।*

সমীক্ষা গল্প-২

সুবিধাভোগী কৃষকের নামঃ মোছাঃ মঞ্জুরা খাতুন
বয়সঃ ৬৫ বছর

মোছাঃ মঞ্জুরা খতুনের বাড়ি সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানার পীরগাছা গ্রামে। মোছাঃ মঞ্জুরা খতুনের স্বামী একজন দিনমজুর, যিনি এক ফলনের বেশী পেতেন না। পরে বালুচরে কাউণ চাষাবাদ এর মাধ্যমে বর্তমান মডেলের আলোকে তার অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছেন। *"কাউণ চাষ আমাকে খাদ্যে স্বনিরভর করেছে। আগে তিন বেলা না খেতে পারলেও এখন তা পারছি। আমার দেখাদেখি সবাই কাউণ চাষের উপর আগ্রহী হয়ে উঠছে,"* বলেন মঞ্জুরা ।

লক্ষণীয় বিষয়সমুহঃ

অনেকগুলো বিষয় আছে যা নদীভাঙনের সম্মুখীন জনগোষ্ঠীকে প্রতিকুল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহযোগিতা করে, পক্ষান্তরে কিছু বিষয়ে ঐ এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রতিকুলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সামর্থ্যকে ব্যাহত করে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

শারীরিক ও মানসিক গুণসমূহ
শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, সেখানকার জনগোষ্ঠীর মাঝে নতুন প্রযুক্তি গ্রহনের স্পৃহা এবং নতুন প্রযুক্তিতে নিজস্ব জ্ঞান ব্যাবহারের আগ্রহ রয়েছে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা লক্ষণীয়।

শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানঃ
গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠী পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বালুচরে চাষাবাদ প্রনয়নের ফলে তাদের মধ্যে একতা এবং একসঙ্গে কাজ করার স্পৃহা লক্ষ্য করা গেছে।

ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ভিত্তিঃ
কাজিপুর উপজেলার জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বন্যা ও নদীভাঙন মোকাবেলার অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত পলিযুক্ত বালুচরে চাষাবাদ করার অভিজ্ঞতাও এই মডেলটির প্রসারে ভুমিকা রাখবে।

আবহাওয়া, জলবায়ু এবং বন্যার ধরন পরিবর্তনঃ
দলগত আলোচনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা গেছে যে, গবেষণা এলাকার আবহাওয়া এবং জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পাশাপাশি অকাল ও দীর্ঘস্থায়ী এবং অনিশ্চিত বন্যা নতুন অভিযোজন পদ্ধতিকে ব্যাহত করতে পারে।

সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাঃ
সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বালুচরে চাষাবাদের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা। শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় চাষকৃত ফসলে পানি প্রদান ব্যাহত হয় ফলে মডেলটির প্রসার ব্যাহত হতে পারে।

উপযুক্ত বাজারের অভাবঃ

চরাঞ্চলে উপযুক্ত বাজার ব্যাবস্থা না থাকায় 'বালুচরে চাষাবাদ' মডেলটির সুবিধাভোগীরা সঠিক সময় ও সঠিক মুল্যে পণ্য বাজারজাত করতে পারে না। ফলে সুবিধাভোগীরা অনেক সময় মধ্যষত্বভোগীদের প্ররোচনায় সঠিক মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ করণীয়ঃ

বালুচরে চাষাবাদ পদ্ধতি চর এলাকার কৃষি পদ্ধতিতে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এই মডেলটি প্রনয়নের ফলে হতদরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের জীবনমানের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যদিও বালুচরে চাষাবাদ সুবিধাভোগীদের জীবন মানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তবুও কিছু বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত না করলে মডেলটির সফলতা ব্যাহত হতে পারে। বর্তমান সমস্যাগুলোর প্রেক্ষিতে এই গবেষণাটি কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করছে।

- পিটের পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতির আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খরের পাশাপাশি কচুরিপানা ব্যাবহার করা যেতে পারে।
- একই পিট বা গর্তে এক ফসলের পরিবর্তে একই প্রকারের ভিন্ন ফসল লাগানো যেতে পারে। যেমনঃ তরমুজ এর পাশাপাশি বাঙ্গি লাগান যেতে পারে।
- সেচ ব্যাবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য স্যালো মেশিন বসানো খুব জরুরি।
- মডেলটির ব্যাপক প্রসারের জন্য জমির মালিকানা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য সঠিক বাজার ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ফসলের রোগ-বালাই দমনের জন্য জৈবিক ব্যাবস্থা যেমনঃ সমন্বিত বালাই ব্যাবস্থাপনা (আই পি এম) প্রয়োগ করা যেতে পারে।